যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৬

মোঃ মুজিবুর রহমান

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বেহাল দশা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছরমেয়াদি বিএড কোর্স চালু রয়েছে। যেসব শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণ নেই তাদের জন্য কোর্সটি বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে যারা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী তারাও বিএড কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন। এর বাইরে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয় সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। উন্নয়ন প্রকল্পের সিংহভাগ টাকাই আসে ঋণ হিসেবে। প্রধানত বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করে প্রকল্পগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকল্পের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়া হয় এবং যাতায়াত ভাতাও দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সাধারণত সেসব কোর্সে শিক্ষকস্বল্পতা ঘটে না। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা প্রশিক্ষণের গতি ত্বরান্বিত করে। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি বিএড কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। অন্য কথায় সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো এখন কার্যত প্রশিক্ষণার্থী সংকটে ভুগছে। শুধু প্রশিক্ষণার্থী স্বল্পতাই নয়, বরং আরও বহু কারণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এক রকম বেহাল দশার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বিএড কোর্সে প্রশিক্ষণ চলছে। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে বিএড কোর্স পরিচালনার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ৯৪টি (বেসরকারি ৮০টি) টিচার্স ট্রেনিং কলেজের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে কেবল ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তির তথ্যে দেখা যায়, ১৩টি কলেজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আসন পূর্ণ হয়নি। অধিকাংশ কলেজে নির্ধারিত আসনের অর্ধেকেরও বেশি শূন্য রয়েছে। অথচ সরকারকে প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল অংকের টাকা। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোয় এত বেশি আসন খালি থাকার কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি। একই সঙ্গে মনিটরিং ব্যবস্থাও জোরদার করা দরকার।

এ বছর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তির প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায়, ঢাকা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে মোট আসন রয়েছে ৬০০টি। এর বিপরীতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে ৬০০ জন। এ কলেজেই ভর্তির হার শতভাগ। এটি হতে পারে রাজধানী শহরে থাকার প্রবল আকর্ষণের কারণে। অথচ অন্যান্য সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তির হার হতাশাজনক। সবচেয়ে হতাশাজনক চিত্র বিরাজ করছে ফেনী, ময়মনসিংহ (মহিলা), ফরিদপুর, কুমিল্লা ও সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। এসব কলেজে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি আসন শূন্য রয়েছে বলে জানা যায়। ১৩টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে গড়ে শতকরা ৬৮ ভাগ আসন শূন্য রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণের সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকার পরও কেন এসব কলেজে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনের অর্ধেকেরও বেশি শূন্য থেকে গেল? এর ফলে কি সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে না?

শিক্ষক প্রশিক্ষণে যে কেবল ভর্তির ক্ষেত্রেই বেহাল দশা বিরাজ করছে তা নয়। বরং দেখা যায়, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনাসহ শিখন ক্ষেত্রের অন্যান্য শর্ত পূরণে এক ধরনের শিথিলতা বিরাজ করছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে দেখা যায়, প্রশিক্ষণে বেড়ে গেছে গাইড বইয়ের ব্যবহার। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বহু টাকা খরচ করে প্রায় সব বিষয়েরই মডিউল প্রকাশ করে তা সব সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজেই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। সরকারি মডিউল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না। বর্তমানে বাজারে যেসব গাইড বই পাওয়া যায় সেগুলোয় সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নও এসব গাইড বই থেকে হুবহু তুলে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ স্কুল শিক্ষার্থীদের পদ্ধতিসম্মতভাবে পড়ালেখা করানোর জন্যই টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বাস্তবে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থী বহু শিক্ষক গাইড বই ব্যবহার করে ডিগ্রি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। যেসব শিক্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে গাইড বই ব্যবহার করছেন তারা কী করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করে গড়ে তুলবেন, তা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়েই রইল। আমরা খুব অবাক হই যখন দেখি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনেক প্রশিক্ষকের হাতেও গাইড বই। বিস্ময়কর বিষয় হল, অনেকেই গাইড বই হাতে নিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষেও প্রবেশ করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করেন। গাইড বই দেখে যদি প্রশিক্ষণ ক্লাসে শুধু বক্তৃতা দেয়া হয় তাহলে মানসম্মত প্রশিক্ষণ হবে কিভাবে? বাস্তবে গাইড বই নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। এ ধরনের পরিস্থিতি কি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বেগজনক নয়? এভাবে প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব কি?

অন্যদিকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) কর্তৃক পরিচালিত বিএড কোর্সে শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণের মান নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এক কথায়, এ কোর্সটিও পরিচালিত হচ্ছে বেহাল দশার মধ্য দিয়ে। খোদ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনেক প্রশিক্ষক মনে করেন (যদিও তাদের অনেকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড ও এমএড কোর্সে পাঠদান করেন), নানা কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান অনেকটাই নিম্নমুখী। বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন সহজে বিএড ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেখা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বিএড কোর্স পরিচালনা করছে। এ পদ্ধতিতে বিএড প্রশিক্ষণের সুযোগ বাউবি নিয়ে আসে প্রথম। তারও আগে চালু ছিল বাইডের (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন) অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ক্রমক্রমে এক সময় বাউবি'র সৃষ্টি হয়।

শুরুতে, বাউবি'র অধীনে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে দুই বছরমেয়াদি বিএড প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল। তখন চার সেমিস্টারের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিএড ডিগ্রি অর্জন করা যেত। এসব প্রশিক্ষণ চলত সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজেই। সে সময় প্রতি সেমিস্টারে সাধারণত চারদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলেই প্রশিক্ষণার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতেন। সে হিসাবে দুই বছরে মোট ১৬ দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলেই চলত। কিন্তু তখন দীর্ঘমেয়াদে চলত স্কুলে হাতে-কলমে পাঠদান অনুশীলন। বাউবি কর্তৃপক্ষ ঠিক এ হিসাবটিই সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছে বলে মনে করা হয়। ঐকিক নিয়ম অনুযায়ী দুই বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সকে এক বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিপরীতে কোর্সের মেয়াদ চার সেমিস্টারের পরিবর্তে করা হয়েছে দুই সেমিস্টার। দেখা যায়, প্রতি সেমিস্টারে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির ন্যূনতম দিবস নির্ধারণ করা হয়েছে চারদিনের পরিবর্তে আটদিন। এ হিসাবে সেই আগের মতো মোট ১৬ দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলেই চলে। ক্লাস হয় শুধু শুক্রবারে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড কোর্সের মেয়াদ এক বছর। বাউবি'র অধীনে বিএড কোর্সের মেয়াদও এক বছর। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে বাউবি'র অধীনে পুরো এক বছরে মাত্র ১৬ দিন (বাস্তবে এ সংখ্যা আরও কমে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে) ক্লাসে উপস্থিত থাকলেই চলে। কাজেই সহজ প্রশ্ন, যদি কেউ এক বছরে মাত্র ১৬ দিন ক্লাসে উপস্থিত হয়ে বাউবি থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন, তাহলে তিনি দীর্ঘ এক বছর মেয়াদে বিএড ডিগ্রি অর্জনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সার্বক্ষণিক কোর্সে ভর্তি হবেন কি? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বহু আসন শূন্য থাকার অন্যতম কারণ নিহিত রয়েছে বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহজে বিএড ডিগ্রি অর্জন করা যায় বলেও অভিযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু ভর্তি হলেই নির্দিষ্ট সময় পর কিছু অনুষ্ঠানিকতা পালন করে সনদপত্র পাওয়া যায়। বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না করিয়েই প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র অর্জনের সুযোগ করে দেয়ার অভিযোগও নতুন নয়। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দ্রুত শিক্ষক প্রশিক্ষণে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা দরকার।

মোঃ মুজিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
mujibur30@yahoo.com